নির্বাচন কমিশন বার্তা

www.ecs.gov.bd

৯ম বর্ষ | ৩৪ তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৮

গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৮

শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নৌকা প্রতীক নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি মোট ৪ লাখ ২ হাজার ৫১৮ ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পান ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩ ভোট।

১১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৩৬ ভোটারের এই সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২৫টি। ব্যালট পেপার ছিনতাই, জালভোটসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় পূর্ণ কমিশন ও ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন ০৯ টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করে। স্থগিত হয়ে যাওয়া ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার ছিল ২৩ হাজার ৯৫৯ জন।

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে সিপিবির কাজী রুহুল আমিন কাস্তে প্রতীক নিয়ে পান ৯৪৪ ভোট। ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী জনাব ফজলুর রহমান মিনার প্রতীক নিয়ে পান ১৬৬২ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব ফরিদ আহমদ টেবিল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে পান ১৫০৬ ভোট। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী জনাব জালাল উদ্দিন মোমবাতি প্রতীক নিয়ে পান ১৩৪৩ ভোট এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর প্রার্থী জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন হাতপাখা প্রতীক নিয়ে পান ২৬ হাজার ৩৮৭ ভোট।

নির্বাচনে ০৭ জন মেয়র প্রার্থীর পাশাপাশি ৫৭টি সাধারণ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে ২৫৬ জন ও ১৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নারী কাউন্সিলর পদে ৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পুরুষ ভোটার ছিল ০৫ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৫ জন এবং নারী ভোটার ছিল ০৫ লাখ ৬৭ হাজার ৮০১ জন। ০৬ টি ভোটকেন্দ্রে ইভিএমে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং এবং পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ০৮ হাজার ৭০৮ জন। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর প্রায় ১২ হাজার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার ৭৪৭ জন এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে ৩৪৫ জন সাংবাদিককে নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। তাছাড়া এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ৫৭ জন নিজস্ব পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি ০৮ টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার ২১২ জন, ০২ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক এবং ২টি বিদেশী সংস্থার ০৪ জন স্থানীয় পর্যবেক্ষককে এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমোদন দেয়া হয়।

পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে সকাল থেকেই প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটাররা ভিড় করতে থাকেন। প্রতিটি লাইনে ছিল ভোটারদের দীর্ঘ সারি। পুরুষ ভোটারদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নারী ভোটার স্বত:স্ফূর্তভাবে এ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সকাল ৮.০০ টায় শুরু হয়ে একটানা ভোটগ্রহণ চলে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ১৫ মে ২০১৮ তারিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। তিনি প্রায় ৬৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জুকে পরাজিত করেন। নৌকা প্রতীক নিয়ে তালুকদার আব্দুল খালেক পান ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯০২ ভোট।

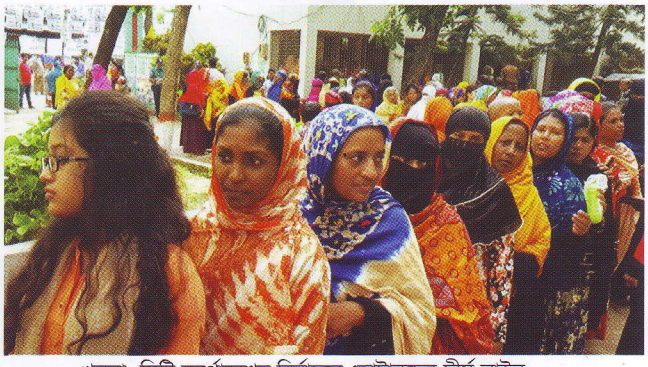

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

এ সংখ্যায় যা আছে

- গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৮
- ২৫ টি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ
- গণমাধ্যমে নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার বিষয়ক মতবিনিময় সভা
- বর্ণাঢ্য আয়োজনে নির্বাচন কমিশনে বর্ষবরণ উদযাপন
- ইসির নিবন্ধন পেল ১১৯ স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা
- বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত
- প্রশিক্ষণ
- নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- বিদেশ ভ্রমণ
- মাসিক সমন্বয় সভা
- প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান
- নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পান ১ লাখ ৮ হাজার ৯৫৬ ভোট। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ করা হয়। এ নির্বাচনে জাল ভোটের অভিযোগে ৩টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়।

প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে মেয়র পদে মোট ০৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৮৬ জন আর নারী ভোটার ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন। এ নির্বাচনে ৩১ টি সাধারণ ও ১০ টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ২৯৮ টি। এ নির্বাচনে ২ টি কেন্দ্রে ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনে মেয়র পদে ৫ জনের পাশাপাশি সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১৪৮ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এ নির্বাচনে প্রতিটি সাধারণ কেন্দ্রে ২২ জন এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ২৪ জন করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। নির্বাচনী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের মোবাইল ফোর্স, প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ০১ টি করে স্ট্রাইকিং ফোর্স মোতায়েন করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে র‍্যাবের ০১ টি করে টিম টহল দেয়। এ নির্বাচনে ৬০ জন নির্বাহী ও ১০ জন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৬ প্লাটুন বিজিবি নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করেন।

গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভা

গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৮ অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার নিকট গ্রহণযোগ্য করতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতি কঠোর বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রার্থীদের কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তাদের প্রার্থীতা বাতিল করা হবে। ইসির নিজস্ব কর্মকর্তা, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোন কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক বা অতিউৎসাহী কর্মকান্ড বরদাশত করা হবেনা বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা। ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে এসব কথা বলেন তিনি।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় এর জন্য যিনি দায়ী হবেন তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইনগত ব্যবস্থা নিতে আমাদের যে পর্যন্ত যাওয়া দরকার আমরা সে পর্যন্ত যাবো।

গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভায় মাননীয় পূর্ণ কমিশন

২৫ টি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে Delimitation ordinance 1976 অনুযায়ী জাতীয় সংসদের আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইন অনুযায়ী ভৌগলিক অখন্ডতা, প্রশাসনিক সুবিধা ও জনসংখ্যার হিসেব বিবেচনা করে ১২ টি জেলার ২৫ টি আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ২৫ টি আসনের পুনঃনির্ধারিত সীমানাসহ ৩০০ আসনের সীমানা সম্বলিত গেজেট প্রকাশ করা হয়। ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে কিছু আসনের সীমানা আগের তুলনায় ছোট হয়েছে আর কিছু আসন বড় হয়েছে। ১৪ মার্চ খসড়া গেজেটে ৪০ টি আসনের পরিবর্তন আনা হলেও শুনানীর পর ২৫ টি চূড়ান্ত করা হয়। পরিবর্তিত আসনগুলো হলো- নীলফামারী-৩,৪, রংপুর-১,৩, কুড়িগ্রাম-৩,৪, সিরাজগঞ্জ-১,২, খুলনা-৩,৪, জামালপুর-৪,৫, নারায়ণগঞ্জ-৪,৫, সিলেট- ২,৩, মৌলভীবাজার-৪, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫,৬, কুমিল্লা-৬,৯,১০ এবং নোয়াখালী ৪ ও ৫।

২১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ থেকে নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তাবিত সীমানা পুনঃনির্ধারণ দাবী আপত্তি আবেদনের আপীল শুনানী শুরু করে যা ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শেষ হয়।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে ৪০ টি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে। ২১ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত এ তালিকার ওপর আপত্তি ও দাবির শুনানী চলে। আপত্তি আসে ৬০ টি আসন থেকে। এ বিষয়ে মোট ৪০৭ টি আবেদন জমা পড়ে। সীমানা পরিবর্তন চেয়ে আবেদনের মধ্যে রংপুরে ৬২, রাজশাহীতে ৪৫, খুলনায় ৪৩, বরিশালে ৮, ঢাকায় ৮২ ও চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৩২ টি আবেদন আসে।

২১ এপ্রিল রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের; ২৩ এপ্রিল খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের; ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিভাগের এবং ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ঢাকা বিভাগের শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন অনুযায়ী সর্বশেষ আদমশুমারীর প্রতিবেদন প্রকাশের পর জনসংখ্যা, ভোটার অনুপাত, ভৌগলিক অখন্ডতা এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে সীমানা পুন:নির্ধারণ করতে হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারীর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একবার সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করেছিল তৎকালীন রকিব উদ্দীন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত বিশেষ আদালতে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত এ শুনানী গ্রহণ করেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে মাননীয় পূর্ণ কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানীত সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

এপ্রিল-জুন ২০১৮ সময়ে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কপোরেশন নির্বাচন, জাতীয় সংসদের ৯৭ বাগেরহাট-৩ শূন্য আসনের নির্বাচন, বগুড়ার তালোড় পৌরসভা এবং টাঙ্গাইলের বাসাইল পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ০৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন, ৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য পদে নির্বাচন/স্থগিত ভোটকেন্দ্র বা ওয়ার্ডে পুনঃনির্বাচন, ০৪ টি উপজেলা পরিষদের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন, ০১ টি উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষবরণ - ১৪২৫

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ কে বরণ করে নেয়া হয়। এ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অডিটরিয়ামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ সকাল ৯ টায় মাননীয় নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর মাননীয় কমিশন ও তাঁদের পরিবারবর্গ, কমিশন সচিবালয়ের কমকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ পান্তা-ইলিশ, মুড়ি-মুড়কি বাতাসাসহ নানা ধরনের বাঙালি খাবার গ্রহণ করেন।

বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০ টায় নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার বর্ষবরণের ইতিহাস

উল্লেখ করে বক্তব্য দেন।

সকাল ১১ টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য, দলীয় সংগীত, একক সংগীত, নাটক, যাত্রাপালাসহ বর্ণাঢ্য আয়োজন মুগ্ধ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে। দুপুর ১ টায় মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে শেষ হয় বাংলা বর্ষবরণ ১৪২৫।

ইসির নিবন্ধন পেল ১১৯ স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা

নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে ১১৯টি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে চূড়ান্ত নিবন্ধন দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। গত ০৫ জুন ২০১৮ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ অধিশাখা হতে এ সংক্রান্ত অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করা হয়। এসব সংস্থা নীতিমালা মেনে আগামী ০৫ বছর নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

এর আগে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক এমন স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংস্থার কাছে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৯৯টি আবেদন জমা পড়ে। যাচাই বাছাই শেষে ১১৯টি সংস্থাকে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন দেয়া হয়।

২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের পূর্বে আরপিও ১৯৭২ সংশোধন করে প্রথমবারের মতো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবম সংসদ নির্বাচনের সময় প্রথমবারের মত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। একইসাথে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে নীতিমালা সংশোধন করে তৎকালীন এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন মাননীয় কমিশন পর্যবেক্ষকদের নিবন্ধনের মেয়াদ বাড়িয়ে ০৫ বছর করে। ২০১৩ সালে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা সংশোধন করে ১২০টি সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

গণমাধ্যমে নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার বিষয়ক মতবিনিময় সভা

স্থানীয় সরকার ও সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণমাধ্যমের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন বা নতুন কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হবেনা। তবে ভোটের দিন নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ, সরাসরি সম্প্রচার ও ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন কমিশন হতে দেয়া সাংবাদিক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

সাংবাদিকদের সাথে গত ০৮ মে ২০১৮ সকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে গণমাধ্যমে নির্বাচনী সংবাদ, ফলাফল সংগ্রহ ও প্রচার বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক এক সভায় বসে তিনি গণমাধ্যমের কাছে এ সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যম আমাদের সহায়ক শক্তি। আমরা চাই আরও সুচারুভাবে নির্বাচনী সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার হোক।

সচিব মহোদয় আরও বলেন, গণমাধ্যম কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা সাংবাদিক

নীতিমালা মেনে কাজ করে। আগামীতে এ কাজ আরও সুন্দর হবে। কমিশন ও সাংবাদিকদের মধ্যে যেন কোন ধরণের ভুল বোঝাবুঝি না হয় সে বিষয়ে নজর রাখা হবে।

গণমাধ্যমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ভোটের দিন অনিয়মের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন দেখেই ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হয়। মতবিনিময় সভায় ইসির অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান ও যুগ্ম সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ ভ্রমণ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব ফরহাদ আহাম্মদ খান গত ০৭-১৫ জুন ২০১৮ অনুষ্ঠিত "Pariticipating the 2018 International Observer Programme" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কোরিয়া সফর করেন। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক জনাব মোস্তফা ফারুক গত ১৩-১৫ মে ২০১৮ জেনেভায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত বাংলাদেশের তৃতীয় "Universal Periodex Review (UPR)" এর সভায় মাননীয় আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এপ্রিল-জুন, ২০১৮ সময়ে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ও মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ উপলক্ষে মোট ৭১৪ জন প্রিজাইডিং, ৪৫৭৫ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৯০৭৮ জন পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৯৩৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Election Management System (EMS), Candidate Information Management System (CIMS) & Result Management System (RMS) Software প্রশিক্ষণ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মাসিক সমন্বয় সভা

এপ্রিল-জুন ২০১৮ সময়ে মোট ০৩ টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং শাখাসমূহের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

০৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাচন কমিশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ, জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসের জন্য ভবন নির্মাণ, নতুন নিবন্ধিত ভোটারদের লেমিনেটিং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে সার্ভার স্থাপন, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ভিপিএন সংযোগ স্থাপন, দুর্গম এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সংযোগ, সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রতীক সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রস্তুত, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসনের জন্য জমি বরাদ্দ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে ইন্টারকম এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত এক সেমিনারের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। ১৯ এপ্রিল ২০১৮ সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বর্তমান ও সাবেক রাষ্ট্রদূতেরা ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তাঁরা কমিশনের এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। প্রবন্ধে বলা হয় বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে দূতাবাসে একটি কক্ষে সার্ভার স্থাপন; প্রবাসীদের সংখ্যানুপাতে রেজিস্ট্রেশন টিম তৈরি করে কাজ এগিয়ে নেয়া এবং নিবন্ধন কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও দক্ষ আইটি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

এপ্রিল-জুন ২০১৮ সময়ে নির্বাচন কমিশনের ০৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-২৪/২০১৮

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

* গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি আরও যাচাই বাছাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
* গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আদলে এ রকম একটি আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

কমিশন সভা নং-২৫/২০১৮

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

* ঢাকায় অনুষ্ঠেয় FEMBoSA সম্মেলনের প্রস্তুতির বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে হোটেল রেডিসন ব্লু কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মেলন আয়োজন ও হলরুম, বল রুম ও হোটেল রুমের ভাড়া পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনা. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব). ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগে. জেনা. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এর সহযোগিতা নিতে হবে।

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর

এপ্রিল-জুন, ২০১৮ সময়ে ০১ জন উপসচিব (আইন), ০১ জন সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) এবং ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন) পদে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১০ জন উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: এস এম আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব (জনসংযোগ); ই-মেইল: asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬, web: www.ecs.gov.bd